



লেকচার ১২ : বয়কট তথা
স্বদেশে তিৰ্বাসিত তবীজি (সাঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেখকচ্য ১২ : বয়কট তথা স্বদেশে তিব্বাসিত তবীজি (সাঃ) ।

বয়কট এবং ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে নবীজী (সাঃ) -

হযরত উমর, হামযা প্রমুখ বীর সাহাবিদের ইসলামগ্রহণ, ইসলামপ্রচারে নবীজীর উদ্যমতা এবং বনু হাশেম ও মুত্তালিবের সহযোগিতা - এ সবকিছু নবীজীর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সকল ষড়যন্ত্র, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছিলো। দিনদিন মুশরিকদের গাত্রদাহ বেড়েই চলছিলো।

ফলে এবার তারা নবীজীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত একটি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে মনস্থির করলো এবং সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুশরিকরা ‘মুহাসসাব’ নামক উপত্যকায় একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, কথোপকথন, মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনো কিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য মুহাম্মদকে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকরা এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে, যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিলো যে, তারা কখনো বনু হাশেমের পক্ষ হতে কোনো সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা মুহাম্মদকে হত্যার জন্য মুশরিকদের হাতে সমর্পণ না করবে, সে পর্যন্ত এ অঙ্গীকারনামা বলবৎ থাকবে।

এ অঙ্গীকার স্থিরকৃত হলো এবং অঙ্গীকারনামাটি কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। যার ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের কী কাফের, কী মুসলিম, সকলেই আতঙ্কিত হয়ে ‘শেয়াবে আবু তালিব’—গিরিসংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো নবুওতের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসে।

এ বয়কটের ফলে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়লো। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমদানি ও পানীয় সরবরাহ

বন্ধ হয়ে ছিলো। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, যা মক্কায় আসতো, মুশরিকরা তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিতো। এ কারণে গিরিসংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়লো। খাদ্যাভাবে তাঁরা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হলো। কোনো কোনো সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। গিরিসংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌঁছানোও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো, যা পৌঁছুতো, তাও অতি সঙ্কোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করতো, তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সেসব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিতো যে, তা অবরুদ্ধদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যেতো।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাৰ ভাতিজা হাকিম বিন হিয়াম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আবু জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে বাধা দিতে উদ্যত হলো, কিন্তু আবুল বুখতারি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলো এবং তাঁর ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করলো।

এদিকে আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তাবিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করতো, তখন তিনি নবীজিকে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে, তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন; তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়তো, তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভাতিজাদের মধ্য থেকে একজনকে নবীজির শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার শয্যায় রাসূলের শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

বয়কট থেকে মুক্তিলাভ -

কুরাইশদের এই বয়কাট চলতে থাকে দুই তিন বছর অবধি। নির্যাতন ও কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে মুসলিমগণ, বনু হাশেম ও মুত্তালিব।

এরপর নবুওতের ১০ম বর্ষের মুহররম মাসে লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ, প্রথম থেকেই

কিছু সংখ্যক লোক এর বিপক্ষে ছিলো। যারা এর বিপক্ষে ছিলো, তারা সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকতো একে বাতিল কিংবা বিনষ্ট করার জন্য। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সেই অঙ্গীকারনামা নষ্ট করার মোক্ষম এক সুযোগ এসে যায়।

হাশিম বিন আমর নামে এক রহমদিল মানুষ ছিলো মক্কায়। তিনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে বয়কটপীড়িতদের খাদ্যের সংস্থান করতেন। স্বজাতির প্রতি স্বজাতির এ উৎপীড়নের তিনি কোনো মানে খুঁজে পেতেন না। চিন্তা করতেন, কীভাবে এর একটা বিহিত করা যায়। একদিন তিনি যুহাইর বিন উমাইয়ার কাছে গেলেন। যুহাইর আবু তালিবের ভাগ্নে। হাশিম যুহাইরকে তিরস্কার করে বললেন, ‘যুহাইর, ভালো খাবার কীভাবে তোমার হজম হয়? অথচ, তোমার মামা-বংশ না খেয়ে মরণাপন্ন!’ শুনে যুহাইরের যেন সুপ্ত দুঃখ জেগে উঠলো। সে বললো, ‘দুঃখ কি আমারও হয় না, হাশিম! কিন্তু একা আমি কী করতে পারি, বলো?’ হাশিম বললেন, ‘তুমি একা নও, আমি তোমার সাথে আছি।’ যুহাইর বললেন, ‘বাহ। তবে চলো, তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করি।’ এভাবে মুতঈম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম এবং যামআ ইবনে আসওয়াদ নামের সমমনা পাঁচজন রহমদিল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেন। তারা স্থির করলেন, কাল কাবা-চত্বরে গিয়ে ওই অন্যায় অঙ্গীকারনামা তারা ছিঁড়ে ফেলবেন। সেজন্য তারা সুন্দর একটি বুদ্ধিও করলেন।

পরদিন যুহাইর কাবা তাওয়াফ করে বলতে লাগলেন, ‘এ তো অন্যায়, আমরা খাবো-পরবো আর বনু মুত্তালিব ধুঁকে ধুঁকে মরবে! আমরা তো এ অন্যায় আর সহ্য করতে পারি না।’ অন্যদিকে আরেকজনও এমন বলে ওঠে। এভাবে প্রত্যেকে তাদের মতো করে বয়কটের অন্যায় ও অসারতার দিক তুলে ধরে এর শেষ হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করে। তাতে কাবা-চত্বরে বসে থাকা অন্য কাফেররা ক্ষেপে ওঠে ও তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তখন আবু জাহল বলতে থাকে, ‘এরা চুক্তি করে এসব বলছে; এগুলো সব এদের পরিকল্পনা। তখনই আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হয়। আবু তালিবের সেখানে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট আরও মজার ও আশ্চর্যের। আবু তালিব বলেন, ‘আমার ভাতিজা আমাকে এক পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনাদের ওই অন্যায় চুক্তিনামা পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে। চুক্তির কোনো দফাই আর সেখানে উল্লেখ নেই। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্যি হয়, তাহলে এ অন্যায় বয়কটের এখানেই শেষ হবে। আর এর অন্যথা দেখা গেলে আমাদের কোনো কথা নেই। ইত্যবসরে মুতঈম নিজেই সেটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলো; আবু তালিবের এই কথা শোনার পর সকলেই কাবার দেয়ালের কাছে

দৌড়ে গেলো। গিয়ে দেখলো, অঙ্গীকারনামায় শুধু ‘বিসমিকা আল্লাহুমা’ কথাটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে মানবেতর সেই বয়কট-জীবনের অবসান ঘটে।¹

শিক্ষণীয় বিষয় -

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো- নিজ আদর্শের বাইরের কিংবা বে-দ্বীনদের থেকে সাহায্য নেয়া যাবে কিনা?

উত্তর হলো, যাবে। নবিজির মক্কি জীবনে যা খুব স্পষ্ট। তবে, এক্ষেত্রে শর্ত হলো- বে-দ্বীন সাহায্য করলেও যেন সাহায্যগ্রহীতার চিন্তা, আদর্শ ও ধর্মে যেন তার প্রভাব না পড়ে। কেননা, নবিজির জীবনে আবু তালিব অসংখ্য উপকার করলেও নবিজির আদর্শে কখনো হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

আরেকটি শিক্ষা হলো- নিজ আদর্শের উপর টিকে থাকার দৃঢ়তা। আজকের জীবনে নবিজির জীবনে এই বয়কট আমাদেরকে তা আরেকবার দেখিয়ে গেল।

¹ যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃ: ৯৫/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃ: ১২৭-১৩২/সিরাতে খাতামুল আস্থিয়া, পৃ: ৪২-৪৩